আমাদের সময়

তারিখ 22 MAR 2016
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত

এম এইচ রবিন ●

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আদলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'স্টুডেন্ট কেবিনেট' গঠন করা হয়েছে। সারা দেশে ১৬ হাজার ৪২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬ হাজার ৫৬৭টি দাখিল মাদ্রাসায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর বয়স থেকে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি বিদ্যালয়ে নতুন প্রজন্মের গণতন্ত্রচর্চায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এই স্টুডেন্ট কেবিনেট। এই কেবিনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবে।

রাজধানীর বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গতকাল দেখা যায় এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জাতীয় নির্বাচনের মতো আবহ। পোলিং এজেন্ট, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে দীর্ঘ লাইন, নিরাপত্তাকর্মী সবাই শিক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সকালে মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট কার্যক্রম ঘুরে দেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে পাশে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন। সকাল সাড়ে ৮টায় মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ভোটের জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষায় ছাত্রীরা। সবার চোখমুখে উচ্ছ্বাস। এই বিদ্যালয়ের ১০টি বুথে ভোট নেওয়া হচ্ছে। ভোট দিচ্ছে ১ হাজার ৬৩৯ শিক্ষার্থী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে ভোটার ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯৫ শিক্ষার্থী। ১ লাখ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ৫ লাখ।

স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন ম্যানুয়ালে উল্লেখ করা হয়েছে, এ নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনের মতোই ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটকেন্দ্র ছিল। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক শ্রেণিতে একটি ও সর্বোচ্চ তিনটি শ্রেণিতে দুটি করে মোট আটটি ভোট দিতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণি থেকে একজন করে পাঁচটি শ্রেণি থেকে পাঁচজন এবং পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিন শ্রেণি থেকে আরও তিনজন নিয়ে আটজনের স্টুডেন্ট কেবিনেট গঠিত হয়। এ কেবিনেটের মেয়াদ হবে এক বছর। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের আদলে হবে স্টুডেন্ট কেবিনেট। এই কেবিনেটের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই নির্বাচন কমিশনার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট হয়। তবে এ নির্বাচনে কোনো প্রতীক ব্যবহৃত হবে না। নির্বাচনে মুদ্রিত পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট ব্যবহার করা যায় না। হাতে লেখা পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট ব্যবহার করা হয়। নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্বাচনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকেন।

স্টুডেন্ট কেবিনেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে– কিশোর বয়স থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমণ্ডলীকে সহায়তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধে সহায়তা, শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।